প্রথম আলো

তারিখ 15 FEB 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

সেশনজটে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

মুসা আহমেদ ●

কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার ছয় বছর পর ভয়াবহ সেশনজটের কবলে পড়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এ নিয়ে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ দেখা গেছে।

একাডেমিক বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু বিভাগে স্নাতক শেষ বর্ষের পরীক্ষাই এখনো শেষ হয়নি।

একাধিক শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* বলেছেন, ছয় মাসের সেমিস্টার শেষ করতে নয় থেকে ১২ মাস সময় লাগছে। ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের উদাসীনতা, নির্ধারিত সময়ে সেমিস্টার পরীক্ষা না হওয়া ও শিক্ষক স্বল্পতা সেশনজটের কারণ।

> 'ক্লাস-পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের উদাসীনতা, নির্ধারিত সময়ে সেমিস্টার পরীক্ষা না হওয়া ও শিক্ষকস্বল্পতা সেশনজটের কারণ'

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মেজবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সেশনজট অনেক কমিয়ে আনা হয়েছে। প্রথম ব্যাচের অধিকাংশ বিভাগের চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে, যেসব বিভাগে পরীক্ষা হয়নি তাদের পরীক্ষা শিগগিরই নেওয়া হবে।

২০০৫ সালের ২০ অক্টোবর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরুর সময়ে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হয়। এই পদ্ধতিতে ছয় মাসের মধ্যে নির্দিষ্ট কোর্স শেষ করে পরীক্ষা নিয়ে ফল প্রকাশ করার কথা। কিন্তু গত ছয় বছরে কোনো বিভাগই এটা মানেনি। ফলে সেশনজটে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম খান সেশনজট কমানোর জন্য শুরু থেকেই সবগুলো বিভাগে এক সঙ্গে ক্লাস শুরু ও কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা-পদ্ধতি চালু করেছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়টি আর চালু থাকেনি।

এ ছাড়া ২০১০ সালের অক্টোবরের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি স্থায়ীকরণ নিয়ে বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ১৯১ জন শিক্ষক আন্দোলন ও পরে হাইকোর্টে মামলা করেন। এই সময়ে শিক্ষকেরা ঠিকমতো ক্লাস ও পরীক্ষা নেননি। সেশনজটের এটাও অন্যতম কারণ।

এ বিষয়ে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান হাসনা হেনা বেগম বলেন, 'কিছু কারণে কয়েকটি বিভাগ পিছিয়ে রয়েছে। প্রতিটি বিভাগের শিক্ষকেরা এ বিষয়ে সচেতন হলে সেশনজট কমিয়ে আনা সম্ভব।'

হতাশা: ভয়াবহ সেশনজটের কারণে শিক্ষার্থীরা যেমন দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন, তেমনি তাঁদের মধ্যে চরম হতাশাও দেখা গেছে। মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ফারহানা আক্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, '২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সবেমাত্র তৃতীয় সেমিস্টার শেষ করলাম। পরিস্থিতি যা তাতে চার বছরের সম্মান কোর্স শেষ করতে সাত-আট বছর বা তারও বেশি সময় লাগতে পারে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সহপাঠীরা এখন পঞ্চম সেমিস্টারে দুই মাস ক্লাস করছে।'

২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়ে সবেমাত্র অষ্টম সেমিস্টারের ক্লাস শেষ করেছে পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থীরা। এদের কয়েকজন বলেন, শিক্ষাজীবনের মূল্যবান দেড় বছর সময় এই সেশনজট কেড়ে নিয়েছে। স্নাতক পরীক্ষা শেষ না হওয়ায় চাকরি বা বিসিএস পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারছেন না। তাঁদের বাবা-মায়েরাও হতাশ।

কয়েকজন শিক্ষক বলেছেন, কয়েকটি বিভাগে শিক্ষক স্বল্পতাও রয়েছে। পরীক্ষার খাতা চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কাছে পাঠানো হয়। তাঁরা সময়মতো খাতা ফেরত পাঠান না। এতে ফল প্রকাশে দেরি হয়।

ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান কামালউদ্দীন আহমেদ বলেন, সেশনজট কমাতে হলে পরীক্ষার খাতা এখানকার শিক্ষক দিয়েই দেখাতে হবে। তাহলে ফল দ্রুত প্রকাশ করা যাবে।